গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
আইন ও ভূমি অনুবিভাগ
আইন-৩ শাখা
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
www.mor.gov.bd

স্মারক নং-৫৪.০০.০০০০.০২৮.০৪.০০৭.২৪-২৭

তারিখ: ০৬ বৈশাখ ১৪৩৩ / ১৯ এপ্রিল ২০২৬

বিষয়: ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, 'বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন, ২০২৪' এর খসড়া যাচাই বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত পরিমার্জনের লক্ষ্যে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ০৮.০৪.২০২৬ খ্রি. তারিখে ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(কে এম জহরুল আলিম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ই-মেইল: law1@mor.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/আরএস/অপারেশন/এমএন্ডসিপি/অর্থ/উন্নয়ন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৬। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ১২/সি, রোড নং-১০৫, গুলশান-২, ঢাকা।
৭। সরকারি রেলপরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, কমলাপুর, ঢাকা।
৮। উপসচিব (আইন ১ ও ২ অধিশাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৯। যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল/পার্সোনেল/অপারেশন/যান্ত্রিক/মেক:/উন্নয়ন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১১। সিনিয়র আইন কর্মকর্তা (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১২। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। ব্যবস্থাপনা মহাপরিচালক, কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব হাবিবুর রশিদ, এমপি-এর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
আইন ও ভূমি অনুবিভাগ
আইন শাখা-৩
১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০
www.mor.gov.bd

বিষয়ঃ "বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন-২০২৪" এর প্রস্তাবিত খসড়া চূড়ান্ত পরিমার্জনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৯৩০)
সভার তারিখ ও সময়	:	০৮.০৪.২০২৬, সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভার প্রারম্ভিক আলোচনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি) সভাকে জানান যে, গত ২২.০১.২০২২ খ্রি. তারিখে The Railways Amendment Act-2022 এর বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে 'বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন-২০২২' (খসড়া) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ২২.১১.২০২২ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় ৩০% এর বেশি সংশোধন করা হয়েছে বিধায় The Railway's Act-1890 সংশোধনের পরিবর্তে রেলপথ মন্ত্রণালয় বাংলায় নতুন আইন প্রণয়ন করবে মর্মে সুপারিশ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত খসড়া আইনটি গত ০৪.০৯.২০২৩ খ্রি. তারিখে নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশের আলোকে গত ২০.০৫.২০২৪ খ্রি. তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় রেলওয়ে পুলিশের মতামত ও অন্যান্য মতামত এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯.১১.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ৩.১৫ নং অনুচ্ছেদের আলোকে অর্থদন্ড সহ অন্যান্য ধারায় উল্লিখিত আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ২৫.০৭.২০২৪ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। গত ১০.১১.২০২৫ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া যায়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৯.১১.২০২৩ খ্রি. তারিখের সভার সুপারিশ (অনুচ্ছেদ-৪) এর আলোকে খসড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন-২০২৪ চূড়ান্ত পরিমার্জনের লক্ষ্যে গত ১১.০১.২০২৬ খ্রি.তারিখে প্রথম সভা, গত ০২.০২.২০২৬ খ্রি. তারিখে ২য় সভা এবং ১০.০৩.২০২৬ খ্রি. তারিখে ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন-২০২৪ (খসড়া) এর ধারা ০১-৯১ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়। অবশিষ্ট ধারাসমূহ চূড়ান্ত পরিমার্জনের লক্ষ্যে ৪র্থ সভা আহ্বান করা হয়েছে। পরবর্তীতে সভাপতি সকলকে 'বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন, ২০২৪' (খসড়া) এর উপর উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

২। সভায় প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৯২ থেকে ধারা ১০৩ পর্যন্ত মোট ১২টি ধারার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ধারা	সিদ্ধান্ত
ধারা- ৯২	বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান যুক্ত হবে। অর্থদন্ডের বিধান থাকবে না।
ধারা- ৯৩	শিরোনাম পরিবর্তন করতে হবে। "নেশাগ্রস্থ হয়ে অপ্রকৃতিস্থ আচরণ" শিরোনাম হবে। অর্থদন্ড আরোপের পাশাপাশি অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যাবে।
ধারা- ৯৪	প্রস্তাবিত আইনে যা আছে তাই বহাল থাকবে।
ধারা- ৯৫	শিরোনামে "ইতোমধ্যে পূর্ণ" এর পরিবর্তে "ইতোমধ্যে যাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ" যুক্ত হবে। অর্থদন্ড অনধিক এক হাজার টাকা হবে।
ধারা- ৯৬	শিরোনামে "নোটিশ" এর পরিবর্তে "রিপোর্ট প্রদান" হবে। অর্থদন্ড অনধিক এক হাজার টাকা হবে।
ধারা- ৯৭	ধারা-৯৭ এ (ক) "কোন রোলিং স্টককে কোনো স্থানে জনস্বার্থ বিঘ্ন করিয়া দাঁড় করিয়া রাখেন; বা" (খ) "অনুমোদিত লেভেল ক্রসিং বন্ধ রাখেন।" এভাবে পরিবর্তিত হবে। অর্থদন্ড অনধিক এক হাজার টাকা হবে।
ধারা- ৯৮	শিরোনামে "মিথ্যা রিটার্ণ" এর পরিবর্তে "অসত্য রিটার্ণ" হবে।
ধারা- ৯৯	শিরোনাম ও বিবরণে "হিসাব বিবরণী" এর পরিবর্তে "ঘোষণাপত্র" হবে।

[অপর পাতায় দ্রষ্টব্য]

ধারা	সিদ্ধান্ত
	"প্রতি কুইন্টাল" এর পরিবর্তে প্রতি কিলোগ্রাম পণ্যের বা উহার অংশবিশেষ এর জন্য, অনধিক দশ টাকা হারে অর্থদন্ড হবে।
ধারা-১০০	"তাহা হইলে তিনি" এরপর (১) ও (২) দুটি উপধারায় বিভক্ত হবে। উপধারা-(১) "রেলওয়েতে অনুরূপ পণ্য পরিবহনের কারণে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্ভূত ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারণ করা হইবে এবং সমপরিমাণ অর্থ উক্ত ব্যক্তির নিকট হতে আদায় যোগ্য হইবে।" উপধারা-(২) "এতদ্ব্যতিত উক্ত বেআইনী পণ্য পরিবহনের জন্য প্রচলিত আইনে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।" এভাবে পরিবর্তিত হবে।
ধারা-১০১	উপধারা-(১) এ "বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক সরবরাহকৃত অ্যালার্ম চেইন বা যাত্রী ও রেলওয়ে কর্মচারীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করেন বা উহাতে বিঘ্ন ঘটান" এর পরিবর্তে "অ্যালার্ম চেইন টেনে বা অন্য কোন উপায়ে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটান" এভাবে হবে। উপধারা-(২) এ দন্ডের বিধান থাকবে না। উপধারা-(২) পুণর্লিখন করতে হবে।
ধারা-১০২	অর্থদন্ড পাঁচশত টাকা এর পরিবর্তে এক হাজার টাকা হবে। এছাড়া অনধিক ১ (এক) বছরের কারাদন্ডের বিধান থাকবে।
ধারা-১০৩	এ ধারার শিরোনামে "ইতোমধ্যে পূর্ণ" এর পরিবর্তে "ইতোমধ্যে যাত্রীদ্বারা পরিপূর্ণ" যুক্ত হবে। উপধারা-(১) এ "ধারণক্ষম সর্বাধিক সংখ্যক যাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ" এর পরিবর্তে "ধারণক্ষম স্ট্যান্ডিং যাত্রীসহ সর্বোচ্চ সংখ্যক যাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ" এরূপে পরিবর্তিত হবে। উপধারা (১) ও (২) উভয়ক্ষেত্রেই অর্থদন্ড অনধিক এক হাজার টাকা করে হবে।

৩। পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৬/০৪/২০২৫

(মোঃ ফাহিমুল ইসলাম)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়